ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী মন্ত্রী পত্নী মোনালিসা, কিনেছেন কানাডায় বাড়ি

অডিও ক্লিপ ভাইরাল : পর্ব—১

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী মোনালিসা গত ১০ বছরে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন বলে খোদ স্বীকার করেছেন তার ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল। গতকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি অডিও ক্লিপে এ তথ্য দিয়েছেন তিনি। অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন মন্ত্রী পত্নী মোনালিসা হোসেনকে। মন্ত্রী দম্পত্তি গত ১০ বছরে মেহেরপুরের অনলাইন ক্যাসিনো থেকে শুরু করে এমন কোন খাত নেই যেখানে দুনীর্তি করেননি। আর এসকল কর্মকাণ্ড করে গড়েছেন বিপুল সম্পদের মালিক। কানাডায় বাড়ি কিনেছেন বলে এতদিন ধরে যে খবর রটেছিলো সেই খবরের সত্যতা স্বীকার করলেন তারই ছোট ভাই মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল। শুধু কানাডায়ই না বিভিন্ন যায়গায় বাড়ি কিনেছেন বলে স্বীকার করেছেন। তবে অডিও ক্লিপে অপর প্রান্তে কে কথা বলছেন তা জানা যায়নি। হতে পারে কোন গোয়েন্দা কর্মকর্তা অথবা সাংবাদিক।

অডিও ক্লিপে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলূ, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন, আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন এরা সকলেই অনলাইন ক্যাসিনোর সাথে জড়িত ছিলেন। অনলাইন ক্যাসিনোর এজেন্টরা মৃদুল, বাঁধন, খোকন ও মোনালিসা সাথে সখ্যতা তৈরি করে মেহেরপুরকে অনলাইন ক্যাসিনোর স্বর্গরাজ্যতে পরিণত করেছিলেন, যার প্রভাব এখনো বিদ্যামান। মন্ত্রী দম্পত্তির সুপারিশে অনলাইন জুয়ার মূল হোতারা সবসময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যায়।

২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন নিয়ে আসেন মেহেরপুরে। বসন্তের কোকিল হয়ে প্রবেশ করেন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে। একতরফা ওই নির্বাচনে মেহেরপুর—১ আসনে জয়ী হয়ে পরের বছর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ পেয়ে যান। এরপর ধীরে ধীরে মেহেরপুরে দলীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে উন্নয়ন প্রকল্পের ঠিকাদারি

পর্যন্ত সবই চলে যায় ফরহাদ হোসেনের পরিবারের দখলে।

আওয়ামী লীগের নেতা—কর্মীরা বলছেন, পরিবারের সদস্য, স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের দলীয় বিভিন্ন পদে বসিয়েছেন সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন (দোদুল)। তাঁদের অনেককে জনপ্রতিনিধিও বানিয়েছেন। তাঁদের দিয়েই জেলার ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। বিপরীতে কোণঠাসা করেছেন দলের ত্যাগী নেতাদের। তাঁর বিপক্ষে গেলে দলীয় নেতা—কর্মীদের নানাভাবে নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। ফরহাদের ভাই ও ভগ্নিপতির দাপটে দলীয় নেতা—কর্মী ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা তটস্থ থাকতেন।

কলেজশিক্ষক থেকে মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি। তবে সংসদ সদস্য (এমপি) হওয়ার আগপর্যন্ত দলে কোনো পদ ছিল না ফরহাদের। এলাকায় সজ্জন হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের চাচাতো বোন সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে বিয়ে করেন। ২০১৪ সালে মেহেরপুর—১ আসনের এমপি হওয়ার পর ২০১৫ সালের অক্টোবরে সরাসরি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বনে যান। সবশেষ ২০২২ সালেও দলের সম্মেলনে তিনি একই পদ পান। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান ফরহাদ হোসেন। সর্বশেষ ২০২৪ সালে তৃতীয়বারের মতো এমপি হয়ে এক মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আত্মগোপনে ছিলেন ফরহাদ হোসেন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় মেহেরপুরে সাবেক এই মন্ত্রীর বাসভবনের সামনের গাড়ি রাখার টিনের ছাউনি ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ফরহাদ হোসেনের ‘ব্যক্তিগত কার্যালয়ে’ ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে শহরের বড়বাজার সড়কে পৌর কমিউনিটি হলের সামনে ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেনের বাণিজ্যিক তিনতলা ভবনের নিচতলার একটি দোকান পুড়িয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর আদাবর থানার পোশাককর্মী রুবেল হত্যা মামলায় গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে ফরহাদ হোসেনকে রাজধানীর ইস্কাটন থেকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। বর্তমানে তিনি কারাগারে।

ফরহাদ হোসেন এমপি হওয়ার আগ পর্যন্ত এলাকার মানুষ প্যারাসিটামল বিক্রেতা হিসেবে চিনত সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে। পৌরসভার পাশে ছোট

একটি ফার্মেসীর দোকান ছিল তার। ভাই ২০১৪ সালে এমপি হওয়ার পরপরই তিনি ঠিকাদারি ব্যবসায় যুক্ত হন। প্রভাব বিস্তার করে দরপত্র বাগিয়ে নিতেন। এরপর তিনি পৌরসভা কমিউনিটির সামনে বড় বাজার সড়কের পাশে ৬ কাটা জমি কিনে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করেন।

মেহেরপুরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উন্নয়নকাজের ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ করতেন ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস ও ভাই সরফরাজ হোসেন। মূলত অন্যদের প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ নিয়ে বাবলু বিশ্বাস তা নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারেরা।

গত বছরের ২০ অক্টোবর সরফরাজ হোসেনের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক প্রত্যাখ্যানের (ডিজঅনার) মামলা করেছেন দেবাশীষ বাগচি নামের এক ব্যক্তি। একসময় তিনি সরফরাজের ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। তিনি বলেন, ২০১৫ সাল থেকে তিনি সরফরাজের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫টি দরপত্র তিনি প্রভাব খাটিয়ে বাগিয়ে নেন। এর আনুমানিক মূল্য ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালে জানুয়ারিতে সরফরাজ হঠাৎ কিছু না বলে তাঁকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেন। পাওয়া টাকা চাইলে পুলিশ দিয়ে হয়রানি শুরু করেন। একপর্যায়ে পাওনা টাকা বাবদ গত বছরের ১২ জুলাই ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক দেন। কিন্তু পরে দেখা গেছে, ব্যাংক হিসাবে কোনো টাকা নেই। পরে আদালতে মামলা করেন।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা ও বালক উচ্চবিদ্যালয়ে দুটি ছয়তলাবিশিষ্ট একাডেমি ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। প্রতিটি ভবন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ছয় কোটি টাকা। বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের ঠিকাদার বাবলু বিশ্বাস, বালক বিদ্যালয়টির ঠিকাদার সরফরাজ হোসেন। পাশাপাশি অবস্থিত বিদ্যালয় দুটির শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকেদের অভিযোগ, তাঁরা বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দখল করে ভবন নির্মাণের সামগ্রী রেখেছিলেন। বালক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ফজলুল হক বলেন, ‘একাডেমি ভবন নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সদ্য সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি আবদুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস। তাঁকে মাঠ পরিষ্কার রাখতে নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে নিতে বলার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।’

অডিও ক্লিপে আওয়ামী লীগ নেতাদের মামলা থেকে মুক্তি দেওয়ার নামে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও তার ভাই অ্যাডভোকেট মারুফ

আহমেদ বিজন কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন বলে অভিযুক্ত করেন সরফরাজ হোসেন মৃদুল। এর আগেও মাসুদ অরুন টাকা নিয়ে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে ভারতে পার করে দিয়েছেন বলে গুজব উঠেছিলো। কিন্তু পরবর্তিতে ঢাকা থেকে র্যাব ফরাহদ হোসেনকে আটক করে।

ফলে অধিকতর যাচাই বাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্টরা তদন্ত করলে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে।

তবে অডিও ক্লিপে অভিযুক্ত করা জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনকে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, এর আগেও গুজব তোলা হয়েছিলো। এখনও গুজব তোলা হচ্ছে। তবে অডিওতে একজন কাউকে অভিযুক্ত করলেই সে অভিযুক্ত হয়ে গেলো না। বিষয়টি যাচাই বাছাই করার আহবান জানান তিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিনও এই অডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই বাছাই করে পরবর্তি পর্ব (অডিও ক্লিপের বাকি অংশ) প্রকাশ করবে।

ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর!

৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকে হদিস নেই সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যদের। অনেকেই ধারনা করেন তিনি সীমান্ত ফাঁকি দিয়ে ভারত পালিয়েছেন। তবে প্রথম দিকে গুঞ্জন উঠেছিলো কানাডায় পালিয়েছেন। তবে তিনি কোথায় কেউ জানেন না। সরকার পতনের দিনই বিক্ষুব্ধ জনতা তার মেহেরপুরের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবার জেলার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন। নিজ দলের দুর্দিনের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কোনঠাসা করে, চাটুকার, দুর্নীতিবাজ, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে তিনি জেলার আওয়ামী রাজনীতি, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের টেন্ডার, পন্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সরকারি অফিসসমূহের নিয়োগ, বদলি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। জেলার শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি অঙ্গনেও থাবা বসান।

https://youtu.be/_xScWUFlbRc?si=mwQgzbq2fRUe_ZCj

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে অবক্ষয় এর সবগুলোই সৃষ্টি হয়েছিল জিয়াউর রহমানের হাত ধরে– হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে অবক্ষয়, যে দুর্বৃত্তায়ন এর সবগুলোই সৃষ্টি হয়েছিল জিয়াউর রহমানের হাত ধরে। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। জিয়াউর রহমান তখন এ দেশের রাজনীতিটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে তিনি সেই সময় মিজান চৌধুরীসহ অনেক রাজনীতিবিদদের টাকা দিয়ে দল ভেঙেছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতির কলুষিত যত কাজ সবগুলো করেছিলেন জিয়াউর রহমান। সেই দলের একজন কর্মী মির্জা ফখরুলের এত বড় গলায় কথা বলার কোনো সুযোগ নাই।

আজ শুক্রবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

হানিফ বলেন, একটা প্রবাদ আছে চোরের মায়ের বড় গলা, মির্জা ফখরুলের এখন সেটাই হয়েছে। এই বাংলাদেশে যত অন্যায় অনিয়ম যত হত্যা খুন রাহাজানি সবই হয়েছে ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে পর্যন্ত বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে হয়েছে।

তিনি তারেক রহমান প্রসঙ্গে বলেন, তারেক রহমানকে দেশে এনে বিচার করে শাস্তি দিতে পারলে বিএনপি যে অরাজকতা করে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এ দেশে যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সব বিএনপির নেতৃত্বে হয় এবং সেটা লন্ডনে বসে তারেক রহমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশেই হয়।

জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে হানিফ আরো বলেন, জ্বালানি তেলের দাম ১ টাকা বা ২ টাকাই বৃদ্ধি পাক তা সাধারণ মানুষের ওপর চাপ হয় কিন্তু আমদানিমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারকে দাম বাড়াতে হচ্ছে।

এসময় কুষ্টিয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

রাজনীতিক কোন সংলাপই সফলতার মুখ দেখেনি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতোই ঘনিয়ে আসছে রাজনীতির মাঠে ততোই ‘সংলাপ’ সামনে চলে আসছে। দেশের রাজনীতির ইতিহাসে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে সংকট নিরসনের মাধ্যম হিসেবে সংলাপকে গুরুত্ব দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত কোন সংলাপই কার্যকর কোনো ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে আবারও আলোচনায় আসছে সংলাপের বিষয়টি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ, খালেদা জিয়ার মুক্তিসহ বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করে সংলাপে বসতে রাজি বিএনপি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, শর্তযুক্ত কোন সংলাপে অংশগ্রহণ করবেনা দলটি। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসও শর্তহীনভাবে রাজনৈতিক দলগুলো সংলাপে বসে সংকট নিরসন করবে বলে প্রত্যশা করেছেন। কিন্তু বাস্তবায়তা কী? কোনো সংলাপ কী সফলতার মুখ দেখেছিল?

জিয়াউর রহমানের সংলাপ
স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর যখন টালমাটাল রাজনীতির পরিবেশ,তখন নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে বসেন জিয়াউর রহমান। নিজের ক্ষমতার আসনকে পাকাপোক্ত করতে এবং রাজনৈতিক পরিবেশ নিজের অনুকূলে আনতে চতুর জিয়া তার বিশেষ সহকারী বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে দিয়ে ১৯৭৬ সালের ২২ জানুয়ারি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের ডেকে একটি সংলাপের আয়োজন করান। আওয়ামী লীগসহ প্রগতিশীল সকল রাজনৈতিক দল সে সংলাপকে প্রত্যাখান করেছিল ।

এরশাদের যত সংলাপ
১৯৮৪ সালের ৯ এপ্রিল বঙ্গভবনে সাত দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। সাত দলের পক্ষ থেকে ৩০ দফা দাবি উত্থাপন করা হয় এরশাদের কাছে। এরশাদ দাবি না মানলে সাত দলের

হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। আমরা বলেছি, আমরা সবসময় সংলাপকে স্বাগত জানাই। সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে আমরাও মনে করি। সংবিধান আমাদের যেভাবে কাঠামো করে দিয়েছে, সেটা অনুসারে সংলাপ করতে হবে। সংবিধান আমাদের যেভাবে কাঠামো করে দিয়েছে, সেটা অনুসারে সংলাপ করতে হবে। বুধবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজ দপ্তরে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

যদিও বিএনপি শুরু থেকেই ‘রাজপথেই ফয়সালা হবে’ আর আওয়ামী লীগ ‘বিএনপিকে কোন ছাড় নয়’ নীতি নিয়েই অগ্রসর হয়েছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আলোচনা বা সংলাপ তখনই হবে, যখন নির্দলীয় সরকার মেনে নেওয়া হবে। দাবি মানার পর নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের মডেল বা রূপরেখা কী হবে, সেটি নিয়ে সংলাপ হতে পারে। এ ছাড়া সংলাপ করে কোনো লাভ নেই। তবে ২৮শে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশের দিনে ব্যাপক সহিংসতায় এক পুলিশ সদস্যসহ দুই জনের মৃত্যুর পর বিএনপি মহাসচিবসহ অনেককেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আর উদ্ভূত এই পরিস্থিতির পর নির্বাচন নিয়ে সংলাপ বা সমঝোতার পরিবেশ তৈরির আর কোন সুযোগ আছে বলে মনে করেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরীন। তিনি বলেন, ‘২৮শে অক্টোবরে যে সহিংসতা হলো সেই বাস্তবতায় আওয়ামী লীগ যা বলছে তাতে আসলে সমঝোতার চিন্তা করারই আর কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। পরিস্থিতি যাই হোক বিএনপির জন্য আওয়ামী লীগের সংলাপের দরজা খোলা নেই-এটিই এখন বাস্তবতা।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলছেন, দল দুটির এমন অনড় অবস্থানের কারণে সমঝোতার সম্ভাবনা আগে থেকেই ছিলো না। তিনি বলেন, ‘তারা কেউই তাদের জায়গা থেকে কখনো একটুও সরেননি। এ অবস্থায় সংলাপ হওয়ার কথাও না। আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপ করার জন্য বিএনপিকে পরামর্শ দিয়েছিলো কিন্তু বিএনপি এই নির্বাচন কমিশনকেই মানছে না ‘ এমন পরিস্থিতিতে বিএনপি সফল হোক আর না হোক কিংবা তাদের কর্মসূচি মানুষ গ্রহণ করুক আর না করুক-বিদ্যমান বাস্তবতায় সমঝোতার কোন পরিস্থিতিই অবশিষ্ট নেই বলেই মনে করেন তিনি।

২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে বিএনপির ১০ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধের প্রথম দিন অনেকটা নিরুত্তাপ কেটেছে। দোকানপাট ও স্থানীয় যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। তবে দুরপাল্লার কোন পরিবহন ছেড়ে যায়নি। এদিকে নাশকতা ঠেকাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ গত ২৪ ঘস্টায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তিন উপজেলা থেকে বিএনপির ১০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সদর থানা ৪ জন, গাংনী থানা ৫ জন এবং মুজিবনগর থানা একজনকে আটক করেছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশে তিন থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় বিশেষ ক্ষমতা আইনে সদর থানা পুলিশ কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো: শামীম হোসেন (৪৫), মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মো: খোরশেদ আলম (৩৬), বিএনপি কর্মী মো: এনামুল হক (৫৫), কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতিমো: তুহিন হোসেন (৪০)। গাংনী থানা পুলিশ সাহারবাটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারি আসমাউল হুসনা(২৮), রায়পুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান (৫০), ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি জামাল হোসেন (৪৫), জুমাত আলী(৫০), সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি,গাংনী পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক মো: এডাম সুমন(৪০), মুজিবনগর থানা পুলিশ মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাব্দার আলী(৫৪)।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধের প্রথম দিন অনেকটা নিরুত্তাপ কেটেছে। দোকানপাট ও স্থানীয় যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। তবে দুরপাল্লার কোন পরিবহন ছেড়ে যায়নি। এদিকে নাশকতা ঠেকাতে

মেহেরপুর জেলা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তিন উপজেলা থেকে বিএনপির ১০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সদর থানা ৪ জন, গাংনী থানা ৫ জন এবং মুজিবনগর থানা একজনকে আটক করেছে।
জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশে তিন থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় বিশেষ ক্ষমতা আইনে সদর থানা পুলিশ কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো: শামীম হোসেন (৪৫), মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মো: খোরশেদ আলম (৩৬), বিএনপি কর্মী মো: এনামুল হক (৫৫), কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতিমো: তুহিন হোসেন (৪০)। গাংনী থানা পুলিশ সাহারবাটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারি আসমাউল হুসনা(২৮), রায়পুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান (৫০), ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি জামাল হোসেন (৪৫), জুমাত আলী(৫০), সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি,গাংনী পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক মো: এডাম সুমন(৪০), মুজিবনগর থানা পুলিশ মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাব্দার আলী(৫৪)।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ড. ইউনূসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নাগরিক শক্তির মৃত্যু

প্রতিবছর পৃথিবীর নানা দেশ তাদের ভালো কাজগুলোর স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অপেক্ষা করে। সেইসব ভালো ও কার্যকর আবিস্কার ও সামাজিক কাজগুলোকে এগিয়ে নিতে নানা পৃষ্ঠপোষকতাও করে। এটি এক অনন্য সম্মান। সেই সম্মান বাংলাদেশের ঘরে আসার পরেও হোঁচট খেয়েছিলো।

হ্যাঁ, কথা হচ্ছিলো ড. ইউনুসকে নিয়ে। নোবেল পেয়ে তিনি নিজেকে তার যোগ্য করে প্রকাশ করতে না পেরে পরিচিতি পেয়েছিলেন নেতিবাচক

নানা তকমায়। ২০০৭ সাল সেটাকে ত্বরান্বিত করেছিলো। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে ২০০৭ সালের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়কের সময়টা ছিলো কালো অধ্যায়। একদল মানুষ রাজনীতিতে সংস্কার আনার নামে দেশকে বিরাজনীতিকরণের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলো প্রধান দুই দলকে নিস্ক্রিয় করার মাধ্যমে। সেই সময়টাকে স্বর্ণমুহুর্ত হিসেবে লুফে নেন ড. ইউনুস তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিতে। ঘোষণা দেন – তার নেতৃত্বে নতুন এক রাজনৈতিক দল হবে, যার নাম হবে নাগরিক শক্তি।

বেশিদিন সময় নেননি তিনি। নোবেল পুরষ্কার লাভ করার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দল গঠন করার কার্যক্রম শুরু করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন তিনি। সেসব দিন আমরা যারা ভুলে গেছি তারা আরেকবার স্মরণ করি এই মানুষটির শিখরে ওঠার আকাঙ্ক্ষাকে।

শোনা যায়, সেই আকাঙ্ক্ষার জায়গা এতোই প্রকট ছিলো যে ফখরুদ্দিন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার আগে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে অধ্যাপক ইউনূসকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সেটিও তিনি ফিরিয়ে দেন। কোন সৎ উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এমন নয়। কেনো করেছিলেন এমন? হিসেব ছিলো পরিস্কার। স্বল্প মেয়াদী সরকার হওয়ায় কেয়ারটেকার প্রধান হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হননি ড. ইউনূস। তার স্বপ্ন ছিল দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা। আর এ জন্য ‘নাগরিক শক্তি’ নামে নতুন দল গঠনও করেছিলেন।

তারপর কী হলো? সেই দল কোথায় গেলো। তার উদ্দেশ্য যে সৎ ছিলো না তা নাগরিক শক্তির ঘোষণা ও সাগরিক শক্তি না করার ঘোষণা দুটো থেকেই স্পষ্ট হয়। চলুন পিছনে ফিরে যাই। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ভারত সফরে যান। সে সফরে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবার জোরালো সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। ৩১শে জানুয়ারি দিল্লীতে এক সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, দেশের পরিস্থিতি বাধ্য করলে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন। দেশকে উদ্ধারের প্রকল্প নিয়ে হাজির হওয়া ইউনুস বলেছিলেন, রাজনীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার মতো ব্যক্তি আমি নই। কিন্তু পরিস্থিতি যদি বাধ্য করে তাহলে রাজনীতিতে যোগ দিতে আমি দ্বিধা করবো না।

নাগরিক শক্তির মৃত্যু ঘটেছিলো ইউনুসের হাত ধরেই। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুই নেত্রীকে রাজনীতি থেকে বাইরে রাখা কিংবা বিদেশে পাঠিয়ে দেবার নানা চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অধ্যাপক ইউনূস

সে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন মাত্র। তিনি ঘোষণা দিয়েও সামাল দিতে পারেননি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে না। সে পরিস্থিতিতে ডঃ ইউনুস নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে যান।

অনেকের সঙ্গে দল নিয়ে আলাপ করলেও তিনি গ্রীনসিগন্যাল পাননি। ফলে ২০০৭ সালের ৩রা মে অধ্যাপক ইউনূস রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। রাজনীতিতে আসার জন্য তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে যে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন তার তিনমাসের মধ্যেই সে প্রক্রিয়া থেকে সরে আসেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
এবং তার সেই নাটকের জবনিকাপাত ঘটেছিলো আবারও একটি খোলা চিঠি দিয়েই। এজন্য তিনি জাতির উদ্দেশ্যে একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে সে চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, “যাদেরকে সঙ্গে পেলে দল গঠন করে জনগণের সামনে সবল ও উজ্জ্বল বিকল্প রাখা সম্ভব হতো তাদের আমি পাচ্ছি না। আর যারা রাজনৈতিক দলে আছেন তারা দল ছেড়ে আসবেন না। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এ পথে অগ্রসর না হওয়াই সঠিক হবে মনে করে এ প্রচেষ্টা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

এই যে রাজনৈতিক দল করার আকাঙ্ক্ষা এবং যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে পিছিয়ে পড়া সেখানো কোথাও ড. ইউনুস নিজেকে সমালোচনা করেননি। তার মতো একজন ব্যক্তির সেটাই করার কথা ছিলো। কেনো তিনি যথেষ্ট সাড়া পেলেন না সেখানেও তিনি কখনওই নিজের কমতি দেখতে পাননি। সবসময়েই তিনি অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। কখনও দোষ জনগনের, যারা তার উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম ছিলো, কখনও দোষ মাঠের রাজনীতিবিদদের, যারা তার ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি হননি, কখনও দোষ সময়ের, যে সময়ে ‘ফাঁকা মাঠেও’ তিনি গোল দিতে পারেননি।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

[redacted]

[redacted]

চীনের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগে ‘সক্রিয় ভূমিকার’ জন্য চীনকে ধন্যবাদ জানান।

এক মিলিয়নের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মানবিকতার এক অনন্য উদাহারণ সৃষ্টি করেছে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টির কংগ্রেস সদস্য এড কেইস সম্প্রতি ক্যাম্প সফর শেষে বলেন, ‘রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে আলাপ করেছি। আলাপকালে রোহিঙ্গারা তাদের খাদ্য সহায়তা কমিয়ে দেওয়া, লেখা-পড়ার ব্যবস্থা, বর্তমান জীবনযাপন নিয়ে কথা বলেছেন। একই সঙ্গে রোহিঙ্গারা তাদের দেশ মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য আমাদের কাছে দাবিও জানিয়েছেন। তিনি রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবিক আচরণের জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা বলছেন, রোহিঙ্গাদের থাকার কোন সমস্যা যেন না হয় সেখানে বাংলাদেশ সরকারে কোন ছাড় দেয়নি। প্রত্যাবাসনের বিকল্প নেই। কিন্তু সেখানে এতো সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখছে বাংলাদেশ। এই ছয় বছরে একের পর এক সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশ তার ভূরাজনীতি বিবেচনায় রেখে প্রতিটা সম্ভাবনাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছে। তবে সবসময়ই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে কত পরিকল্পিতভাবে ফেরত পাঠানো যায় সেটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারীসহ দুই নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা রুহুল আমিনসহ (৫৫) দুইজনকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের

পৃথক দুটি টিম তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জামায়াতের এই দুই নেতাকে গ্রেফতার করেন। মাওলানা রুহুল আমিন মেহেরপুর শহরের খন্দকারপাড়ার মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে।

অপর গ্রেফতারকৃত আব্দুর রাজ্জাক সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের মৃত রবগুল বিশ্বাসের ছেলে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গ্রেফতারকৃতদের নামে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে একাধিক মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃত জামায়াত নেতাদের আগামীকাল শুক্রবার (১১ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির জনসমাবেশ

গত ২৯ শে জুলাই ঢাকার প্রবেশপথে বিএনপি ঘোষিত শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের আক্রমণ, হামলা, নির্যাতন ও গণ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এই জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন,জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, সহ-সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন,আব্দুর রহমান, আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, ‘এমপিত্ব চাইনা শেখ হাসিনার পদত্যাগ চাই। এমপি, মন্ত্রী অনেক হয়েছে। এখন সময় এসেছে বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দের এক হওয়ার। আমি আহবান জানাই বিএনপির সকল নেতাকর্মী এক হয়ে রাজপথে নামবে।’

ক্ষমতাসীন দলকে উদ্দেশ্য করে মাসুদ অরুন আরো বলেন বলেন, ‘আপনাদের ডিএসবি, এনএসআই, গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন দিনের আলোয় ভোট হলে আওয়ামী লীগ শতকরা ১০% ভোটও পাবে না। আজকের এই সমাবেশে আমি আপনাদের ভয় দেখাতে চাই না, কারণ আমি জানি প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে। আমরা শুধু বলতে চাই ঘরে বসে কমিশনের টাকা খেয়ে যারা বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন যদি রাস্তায় নামতে বাধ্য করেন, যদি হাজার হাজার মানুষ নিয়ে রাস্তায় নামি, যারা আমার মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন, ষড়যন্ত্র করছেন লুটপাট করেছেন, আমি বলছি তাদের সকলের বাড়ি ঘর ঘেরাও করে সকল অপরাধের হিসাব নেব। আমাদের সকল নেতা আজকে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি, প্রতিদিন আমাদের ঐক্য বাড়ছে, আর আপনারা হালুয়া রুটি ভাগ করতে যেয়ে দলকে সাত ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন।’